ঢাবিতে মধ্যরাতে ছাত্রলীগ নেত্রীর ওপর হামলার অভিযোগ

ঢাবি প্রতিবেদক
১৪ নভেম্বর ২০২৩, ০৮:৪৭ পিএম

অভিযুক্ত আতিকা বিনতে হোসেন (বাঁয়ে), শাহরিয়া তিথি (ডানে ওপরে) এবং নিচে বিপর্ণা রায় ও ফারজানা পারভিন।

কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল ছাত্রলীগের সভাপতি আতিকা বিনতে হোসেনের নির্দেশে হল ছাত্রলীগের আরেক নেত্রী আয়েশা সিদ্দিকা রূপার ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। আহত রূপার অভিযোগ, হামলার নেতৃত্বে ছিলেন ছাত্রলীগের শিক্ষা ও পাঠচক্র সম্পাদক শাহারিয়া তিথি, কর্মী ফারজানা পারভিন ও সাংগঠনিক সম্পাদক বিপর্ণা রায়।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ১২টায় রোকেয়া হলের ৭ মার্চের ১১২১ নম্বর রুমে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী রূপা ঢাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতের অনুসারী। তিনি হল ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি ও বর্তমানে পদপ্রত্যাশী।

অভিযুক্ত আতিকা বিনতে হোসেন, শাহারিয়া তিথি, ফারজানা পারভিন ও বিপর্ণা রায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাদ্দাম হোসেনের অনুসারী।

ভুক্তভোগী রূপা *আমাদের সময়কে* বলেন, ‘ওরা আমার ওপর আগেও হামলা করেছিল। আমি রুমে খাচ্ছিলাম। তখন শাহরিয়া তিথি আমার রুমে প্রবেশ করেন। তিনি আতিকা আপুর নির্দেশে আমার ওপর আক্রমণ করেন। রুমের জুনিয়ররা আমাকে সেইভ করতে আসলে তাদের ওপরও তিনি চড়াও হয়। সেসময় তিথি আমার জামা ছিড়ে ফেলেন। তাদের ১০-১৫ জনের একটি গ্রুপ আমার রুম দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও করে রাখে।’

রূপা আরও বলেন, ‘আতিকা আপু ফোনে সব ডিরেকশন দিচ্ছিলেন। আর তার অনুসারীরা এ ধরনের তাণ্ডব চালায়। ফারজানা পারভিন ও বিপর্ণা রায় রুমে এসে জুনিয়রদের হুমকি দিচ্ছিলেন। এর মধ্যে ফারজানা পারভিন জুনিয়রদের আক্রমণ করেন। আমার জুনিয়র ইশানার ফোন তারা ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দেন। পরে অবশ্য সেই ফোন পাওয়া যায়। তবে ফোনের যথেষ্ঠ ক্ষতি হয়েছে।’

ঘটনাটি সম্পর্কে জানতে চাইলে বিপর্ণা রায় *আমাদের সময়কে* বলেন, ‘আমি চার বছর ধরে রাজনীতি করি। আমার হলের রূপা নামে কাউকে চিনি না।’

অন্য অভিযুক্ত শাহরিয়া তিথি ও ফারজানা পারভিনকে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করা হলেও ফোন ধরেননি।

অভিযোগের বিষয়ে আতিকা বিনতে হোসেন *আমাদের সময়কে* বলেন, ‘এই ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। আমি আজকে সেন্টমার্টিন থেকে আসছি। সেখানে এতটাও নেটওয়ার্ক নেই যেন সেখান থেকে নির্দেশনা দিব। এটা ক্যান্ডিডেটদের নিজেদের মধ্যে ঝামেলা। আমাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জড়ানো হচ্ছে। খুব সম্ভবত রূপার মাথায় সমস্যা আছে।’

কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন *আমাদের সময়কে* বলেন, ‘বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখব।’

এ ব্যাপারে রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক জিনাত হুদাকে একাধিকবার ফোন দিলে তিনি ফোন না ধরে কেটে দেন।